ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার প্রভাব

*রাজু আহমদ

সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ঔপনিবেশিক শাসনামলে। তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে এই বিজাতীয় শাসন কাঠামোতেই। আর দীপ্ত তারুণ্যের সূচনা হয়ে পরিণত রাজনীতির দিকে যাত্রার কালও এই ব্রিটিশ উপনিবেশ আমল। দেশভাগের সময় বঙ্গবন্ধুর বয়স ২৭ বছর। এর মধ্যেই তিনি সাহচর্য লাভ করেছেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের। বাংলায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ নানা ঘটনার অভিজ্ঞতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এ প্রবন্ধে। মূলত বঙ্গবন্ধুর জীবনে ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতাকে দুটি পর্বে ভাগ করে প্রবন্ধটি লেখার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্বে বঙ্গবন্ধুর জন্ম পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসনের অভিজ্ঞতা যা তিনি পারিবারিক সূত্রে ও বই-পুস্তক পড়ে জেনেছেন এবং দ্বিতীয় পর্বে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত তখনো দগদগে, তুরস্কের অখণ্ডত্ব রক্ষা এবং ব্রিটিশদের দমন ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে ভারতবর্ষে তখন খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন গণভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। এমন সময় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে ২০২০ সালের মার্চ মাসের ১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন একটি শৃঙ্খলিত, বিজাতীয় বা বিদেশি শাসক দ্বারা শাসিত দেশে। এজন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় ঔপনিবেশিক শাসনের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে এবং তা স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধুর জীবনে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব এসেছে কিছুটা পারিবারিক সূত্রে, যা আমরা তাঁর রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয়, তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ২৭ বছর। এর দুই বছর পর গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। বঙ্গবন্ধু কারাগারে বসেই এ দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর স্বল্প জীবনকালের প্রথম ২৭ বছর অতিবাহিত হয়েছে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে। ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও চিন্তার বুনিয়াদ সৃষ্টি করেছেন। যা পরবর্তীতে তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকারের অদ্বিতীয় লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা:

বঙ্গবন্ধুর জীবনকাল ছিল মাত্র ৫৫ বছর যা অত্যন্ত ঘটনাবহুল।' স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তাঁরই নেতৃত্বে আমরা লাভ করি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র। আমাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সারা বিশ্বকে

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ও এম.ফিল গবেষক, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

নাড়া দিয়েছিল। বাংলাদেশ বিপ্লবের সফল নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেন। তিনি ছিলেন এক বিরল নেতৃত্ব ও পূর্ণ রাজনৈতিক সত্তার অধিকারী, যাকে ইংরেজিতে বলা যায় Total Politician.'[১]

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা ছিল বহুমাত্রিক, পরিপক্ব ও সুদূরপ্রসারী। এজন্যই তিনি লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান দেখতে পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'* তে বলেন-

> পাকিস্তান দুইটা হবে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ; আর একটা পশ্চিম পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে। অন্যটা (তৃতীয়টি) হবে হিন্দুস্থান।[২]

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা কোন তাত্ত্বিক মতবাদ দ্বারা তৈরি হয়নি, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা সম্পূর্ণ দেশ ও এ মাটির শিকড় থেকে উৎসারিত। বঙ্গবন্ধু রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা*, *আমার দেখা নয়া চীন*, *সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* গ্রন্থসমূহ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন বুঝতে-বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হবে যা এ প্রবন্ধ লিখতে সাহায্য করেছে অকৃপণভাবে।

ঔপনিবেশিক শাসন:

বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ দীর্ঘ শাসনামলের প্রভাবে এ অঞ্চলে যেমন কিছু ইতিবাচক কর্মকাণ্ড সাধিত হয়েছে তেমনি এর বড় অংশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন আর শোষণের ইতিহাস।

লেখক, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ হুমায়ন কবির ব্রিটিশ শাসনের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ করে এর ইতিবাচক দিক সম্পর্কে বলেছেন,'ইয়োরোপের বাড়ন্ত ধনতন্ত্র সেদিন বিপ্লবী শক্তি হিসাবেই বাঙলায় এসেছিল, এনেছিল নতুন অর্থনৈতিক সংগঠনের সম্ভাবনা ও নতুন জগতের ভাবধারা।'[৩]

ব্রিটিশ শাসন মূলত দুই অংশে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল কোম্পানির শাসন এবং পরের ধাপ ছিল সরাসরি ব্রিটিশ মহারানীর শাসন। যদিও কোম্পানির শাসনের অনেক আগে থেকে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো বাংলায় প্রবেশ করে বাণিজ্যের নাম করে। সে হিসেবে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিকাশকে তিনটি পর্বে দেখা যেতে পারে-

প্রথম পর্ব: ১৬০০ থেকে ১৭৫৬ সাল। এ সময় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে আগমন ও বাণিজ্য কুঠি স্থাপন।

দ্বিতীয় পর্ব: ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৬ সাল। ভারতেবর্ষে কোম্পানির শাসন।

তৃতীয় পর্ব: ১৮৫৭-১৯৪৭ সাল। সরাসরি ব্রিটিশ মহারানীর শাসন।'[৪]

ভাগ করো, শাসন কর এ নীতিই ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মূলমন্ত্র। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প রপ্তানি করে হাজার বছরের সমন্বয়বাদী মানবিক ও সহিষ্ণু উপমহাদেশীয় যাপিত জীবনে তারা ছড়িয়েছিল ঘৃণার সম্পর্ক, অনুভূতি। বহু আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ- তিতিক্ষার

বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে বটে, কিন্তু তাদের Legalese এখনো বহন করে চলেছে এ অঞ্চলের শাসকেরা।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার প্রভাব

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় উপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা প্রভাব রেখেছে দুই ভাবে। প্রথমত, বঙ্গবন্ধুর জন্মের পূর্বের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অভিজ্ঞতা।

প্রথম পর্বের (১৬০০-১৯০৫) অভিজ্ঞতার প্রভাব:

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয় টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশে। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে এই শেখ বংশের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বাড়ির বৃদ্ধ, দেশের গণ্যমান্য প্রবীন লোকদের কাছ থেকে এবং চারণ কবিদের গান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ বংশের ইতিহাস জেনেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> আমাদের বাড়ির দালান গুলির বয়স দুইশত বছরেরও বেশি হবে।[৫]

বঙ্গবন্ধু পরিবারের উল্লেখযোগ্য একজন বংশধর হলেন শেখ কুদরতউল্লাহ। খুলনা জেলার ইংরেজ কুঠিয়াল মি. রাইনের সাথে শেখ কুদরতউল্লাহর দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। তখন শেখ বংশের নৌকার বহর ছিল যা কলকাতায় মাল নিয়ে যেত। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* তে বর্ণনা করেছেন কীভাবে মি. রাইন নীল চাষ করার জন্য শেখ বংশের মাঝিদের নৌকা রেখে নীল চাষে শ্রম দিতে বাধ্য করত। কেউ বাধা দিলে অত্যাচার করত। এ নিয়ে ইংরেজ কুঠিয়াল এর সাথে শেখ বংশের কয়েকদফা দাঙ্গাহাঙ্গামা শেষে কোর্টে মামলা দায়ের হল। কোর্ট শেখ কুদরতউল্লাহর পক্ষে রায় দিয়ে মি. রাইনকে জরিমানা করতে বলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়- 'শেখ কুদরতউল্লাহ রাইনকে অপমান করার জন্য আধা পয়সা জরিমানা করল। রাইন বলেছিল, যত টাকা চান দিতে রাজি,আমাকে অপমান করবেন না। তাহলে ইংরেজ সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না; কারণ কালা আদমি' আধা পয়সা জরিমানা করেছে।

কুদরতউল্লাহ শেখ উত্তর করেছিল বলে কথিত আছে, 'টাকা আমি গুনি না, মেপে রাখি। টাকার আমার দরকার নাই। তুমি আমার লোকের উপর অত্যাচার করেছ, আমি প্রতিশোধ নিলাম।'[৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ শাসন ও শোষণ বিরোধী মনোভাব বঙ্গবন্ধু অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। বাংলায় ইংরেজদের অতীত অত্যাচার সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। যা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় প্রভাব রেখেছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বড় সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু 'শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে ১২ বছর (কখনো একনাগাড়ে ৩ বছর পর্যন্ত) কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন।'[৭]

এ দীর্ঘ কারাজীবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ছিল বই। প্রচুর বই পড়েছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর জেল জীবনে। *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-

> দিনভরই আমি বই নিয়ে আজকাল পড়ে থাকি। কারণ সময় কাটাবার আমার আর তো কোন উপায় নাই! কারও সাথে দু-এক মিনিট কথা বলব তা-ও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে।[৮]

এভাবে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অবস্থান করেও আগামীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। পড়াশোনার মাধ্যমে জেনেছেন বাংলার অতীত ইতিহাস, সভ্যতা আর সংস্কৃতি সম্পর্কে।
বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* তে লিখেছেন- 'ইংরেজরা মুসলমানদের ভাল চোখে দেখত না।'[৯]
আবার অন্য জায়গায় লিখেছেন-

> শেখদের দুর্দিন আসলেও তারা ইংরেজদের সহ্য করতে পারত না। ইংরেজকে গ্রহণ করতে না পারায় এবং ইংরেজি না পড়ায় তারা অনেক পেছনে পড়ে গেল।[১০]

অর্থাৎ বাল্যকালেই বঙ্গবন্ধু বংশ পরম্পরা ও পারিবারিক ভাবেই ইংরেজ শাসন এবং বাংলা সম্পর্কে বিশেষ করে বাংলার মুসলমান সমাজ নিয়ে ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। দুঃসময়ে আদর্শের বিপরীতে অবস্থান না নেওয়ার শিক্ষাও তিনি পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে লাভ করেছেন।

পরবর্তীতে এ জ্ঞান তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতা মিলিয়েই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন তৈরি হয়েছে। সর্বশেষ এ রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের পূর্ণতা তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

দ্বিতীয় পর্বের (১৯০৫-১৯৪৭) অভিজ্ঞতার প্রভাব:

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় এ সময়টি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এ সময়ের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করেন। যে ঘটনাগুলো এ সময় সমগ্র ভারতবর্ষে আলোচনার জন্ম দেয় এবং যা একই সাথে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় প্রভাব ফেলে তা হল:

* বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯০৫-১৯১১)
* মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)
* বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন (১৯০৬-১৯৩৪)
* লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬)
* ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন
* খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪)
* অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)
* স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২২- ১৯২৬)
* ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
* ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন
* লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)
* বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৭)
* ১৯৪৬ সালের নির্বাচন
* ১৯৪৭ সালের যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব

* ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন
* বাংলা বিভক্তি (১৯৪৭)[১১]

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা বুঝতে হলে একদিকে যেমন সমসাময়িক ঘটনাগুলো দেখতে হবে ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধুর সাথে ঐ সময়ের জাতীয় গুরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের সম্পর্ক বোঝাটাও জরুরি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর সাথে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতার তুলনামূলক সম্পর্ক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় উপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতার প্রভাবকে আমরা যদি যথাযথ বিশ্লেষণ করি তাহলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়। যথা:

১. উদার-সহিষ্ণু পারিবারিক মূল্যবোধ:

বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেই পেয়েছিলেন উদারতার শিক্ষা, পরমত সহিষ্ণুতা, ভিন্নমত-বিপরীতমতকে জানার সুযোগ। অর্থাৎ আজকের দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যেটিকে বহুত্ববাদ বলা হয়,বঙ্গবন্ধু তা ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর মধ্য থেকে পারিবারিক ভাবে লাভ করেছিলেন। যা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দ বাজার, বসুমতি, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম'[১২]

খবরের কাগজগুলোর নাম দেখলেই বোঝা যায় এখানে যেমন মুসলিম লীগের মুখপাত্র রয়েছে তেমনি কংগ্রেস সমর্থক কাগজও রয়েছে। এভাবেই বঙ্গবন্ধু তদানীন্তন ভারতবর্ষ ও বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

২. অসাম্প্রদায়িকতা:

বঙ্গবন্ধু আজীবন অসাম্প্রদায়িকতা চর্চা করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি করেছেন। এ অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা বঙ্গবন্ধুর শৈশব থেকে লক্ষ করা যায়। তিনি একজন মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতেন, ধর্মীয় পরিচয়ে নয়। ১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ আসলে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভার পড়ে বঙ্গবন্ধুর উপর। তিনি হিন্দু মুসলমান সবাইকে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু কংগ্রেস এর পরামর্শে হিন্দু সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়ে। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু আঘাত পেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান-সবই চলত।[১৩]

অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি যে দুটি পৃথক বিষয় তা বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে ঔপনিবেশিক আমলেই অনুধাবন করেছিলেন।

৩. জনদরদি রাজনীতিক:

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূলমন্ত্র ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর রাজনীতি। এ জনদরদি রাজনীতির সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্মীলন ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনামলেই। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে যখন লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন ইংরেজরা ট্রেনে রিলিফের খাবার পৌছানোর চেয়ে যুদ্ধের অস্ত্র পরিবহণ করাকে বেশি গুরত্ব দেয়।
বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে।[১৪]

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন, তা এসেছে এই বাংলার মেহনতী দুঃখী মানুষের কষ্ট থেকে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই দুঃখী মেহনতী মানুষের পরম আপনজন।

৪. স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবনাঃ

বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জোরালো ভাবে থাকলেও বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় সবসময় ছিল বাঙালির জন্য এক স্বাধীন ও সার্বভৌম আবাসভূমি। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়- 'পাকিস্তান দুইটা হবে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।'[১৫]

কিন্তু তা হয়নি। যে পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে হয় তা বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়- 'সাদা চামড়ার জায়গায় কালা চামড়ার আমদানি হয়েছে।'[১৬]

এছাড়া ১৯৪৭ সালে যুক্তবাংলা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা আরও একবার প্রমাণ করে ঔপনিবেশিক কাঠামোতে থেকে বঙ্গবন্ধু কখনো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ হতে দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ হবে পাকিস্তানের একটি অংশ যেটি হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম। মনে রাখা দরকার এখানে পাকিস্তান একটি আন্দোলনের নাম, একক কোন দেশের নাম নয়।

৫. সততা, আত্মবিশ্বাস, দূরদর্শিতা, সাহসিকতাঃ

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সততা-আত্মবিশ্বাস-দূরদর্শিতা ও সাহসিকতায় পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব। উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই এসব গুণাবলি অর্জন করেন তিনি। ১৯৪৪ সালে দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে কলকাতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গবন্ধুর তর্ক হয়।
বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> শহীদ সাহেব হঠাৎ আমাকে বলে বসলেন, who are you? You are nobody. আমি বললাম, If I am nobody, then why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you sir. I will never come to you again.[১৭]

নিজের প্রতি কতটুকু আস্থা, বিশ্বাস থাকলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো ব্যক্তির সামনে বসে এভাবে তর্ক করা যায়।

সন্দেহ নেই, ঔপনিবেশিক শাসনামলেই বঙ্গবন্ধু রাজনীতির যথাযথ পাঠ নেওয়ার একটা পরিবেশ পেয়েছিলেন। আবার অন্যভাবে বলা যায়, তাঁর ব্যক্তিত্ব-সততা- সাহসিকতা দিয়ে তিনিই পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছিলেন।

৬. সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ বিরোধী মনোভাবঃ

বঙ্গবন্ধু সবসময় ছিলেন শোষিতের পক্ষে। দুনিয়ায় স্বাধীনতাকামী, মুক্তিকামী, শোষিত মানুষের পক্ষে ছিল তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান। ঔপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব তাঁকে তৃতীয় বিশ্বের নেতাতে পরিণত করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> আমাদের ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা জাত ক্রোধ ছিল। হিটলারের ফ্যাসিস্ট নীতি আমরা সমর্থন করতাম না, তথাপি যেন ইংরেজদের পরাজিত হওয়ার খবর পেলেই একটু আনন্দ লাগত।[১৮]

৭. ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার প্রভাবঃ

উপমহাদেশের রাজনীতিতে ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বঙ্গবন্ধুর দাঙ্গা বিরোধী মনোভাব তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পাকিস্তান আন্দোলনের অংশ হিসেবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' ঘোষণা করে। যা পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে রূপ লাভ করে। এ ঘটনা বঙ্গবন্ধুকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংগঠিত এ দাঙ্গায় আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে বঙ্গবন্ধু কোন ধর্ম পরিচয় দেখে উদ্ধার করেননি। যদিও এ উদ্ধার কার্যক্রমে তিনিও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> মুসলমানদের উদ্ধার করার কাজও করতে হচ্ছে। দু'এক জায়গায় উদ্ধার করতে যেয়ে আক্রান্তও হয়েছিলাম। আমরা হিন্দুদের ও উদ্ধার করে হিন্দু মহল্লায় পাঠাতে সাহায্য করেছি। মনে হয়েছে, মানুষ তার মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে।[১৯]

আবার এ দাঙ্গায় বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষ আশ্রয় নেয় বিভিন্ন হোস্টেলে। সেখানে তীব্র খাবার সংকট দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে কথা বলে রিলিফের চালের ব্যবস্থা করে নিজেই ঠেলা গাড়িতে করে চাল ঠেলে নিয়ে এসে হোস্টেলে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> 'আমরা ঠেলাগাড়ি আনলাম, কিন্তু ঠেলবে কে? আমি, নুরুদ্দিন ও নুরুল হুদা (এখন ডিআইটির ইঞ্জিনিয়ার) এই তিনজনে ঠেলাগাড়িতে চাউল বোঝায় করে ঠেলতে শুরু করলাম।'[২০]

আট. অসম্পূর্ণ ভারত ভাগ- বঙ্গবন্ধুর অতৃপ্তি ও বেদনাবোধঃ

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ভাগ হবে বলে ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু এ ভারতবর্ষ ভাগ মেনে নিতে পারেননি। একে তো লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী তিনটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারপর আসাম পাকিস্তানের অংশ হবে না। বাংলাদেশ ভাগ হবে বলে কথা উঠল। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-

> বাংলাদেশ যে ভাগ হবে বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না।... দিল্লি বসে অনেক পূর্বেই যে কলকাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এ কথা তো আমরা জানতামও না, আর বুঝতামও না।[২১]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, যে উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন, ভারত ভাগের মধ্যে দিয়ে তা পূরণ হয়নি। এ ঘটনা, বঙ্গবন্ধুর মনে যে রেখাপাত করেছিল দেশভাগের পর স্পষ্ট হতে তা সময় লাগেনি। মূলত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ, যা ইংরেজ কাঠামোই সম্ভব হয়নি। যা পরবর্তীতে তিনি ২৩ বছরের পাকিস্তানি কাঠামোর বিপরীতে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জন করেছেন।

উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর ৫৫ বছরের সীমিত জীবনকালের প্রায় অর্ধেক ঔপনিবেশিক শাসনামলে যাপন করেছেন। এ কথা সত্য যে, বঙ্গবন্ধুর সত্যিকারের রাজনৈতিক জীবন - আন্দোলন - সংগ্রামের সবটাই ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম প্রতিবাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও দীক্ষা বঙ্গবন্ধু রপ্ত করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনামলেই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবুল হাসিম, কিরণশংকর রায়, শরৎ বসু প্রমুখ রাজনীতিকের সাহচর্য ও তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ভক্তি তরুণ বঙ্গবন্ধুর মনে দাগ কেটেছিল।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার বড় উদাহরণ ঐতিহাসিক ৬ দফার পক্ষে সফল সর্বাত্মক আন্দোলন, সফল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণ, সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং স্বাধীনতা পরবর্তীতে স্বল্প সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। এই শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বঙ্গবন্ধুর গভীর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের প্রতিফলন। যার অনেকটাই তিনি ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেছেন।

তথ্যসূচি:

---

১ হারুন-অর-রশিদ,৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৬

২ শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০১২, পৃ.২২

৩ হুমায়ুন কবির, বাঙলার কাব্য, চিরায়ত গ্রন্থমালা সিরিজ- ৩, পৃ. ২৯

৪ হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ২৯-৩৩

৫ শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৩

৬ তদেব, পৃ. ৫

৭ হারুন-অর- রশিদ, 'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬ দফার ৫০ বছর, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৭৬-৭৭

৮ শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১৭, পৃ. ১৭২

[৯] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৫
[১০] তদেব, পৃ. ৭
[১১] ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, পৃ. ১১-১৩
[১২] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১০
[১৩] তদেব, পৃ. ১১
[১৪] তদেব, পৃ. ১৮
[১৫] তদেব, পৃ. ২২
[১৬] তদেব, পৃ. ২৩৪
[১৭] তদেব, পৃ. ২৯
[১৮] তদেব, পৃ. ৩৫
[১৯] তদেব, পৃ. ৬৬
[২০] তদেব, পৃ. ৬৬
[২১] তদেব, পৃ. ৭৩